গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
কিশোরগঞ্জ জেলা

স্মারক নং-পিবিআই/কিশোরগঞ্জ জেলা/ তারিখ-..... /...../২০২৬ খ্রিঃ।

বরাবর

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,আমলী আদালত-২/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত-১
কিশোরগঞ্জ।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় ঃ অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কিশোরগঞ্জ এর পিটিশন মামলা নং-২৪, তাং-২৭/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, ধারা-১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৫০৬ দঃ বিঃ।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রোক্ত পিটিশন/সিআর/মিস কেস মামলাটি বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কিশোরগঞ্জ তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন(পিবিআই) কিশোরগঞ্জকে নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই কিশোরগঞ্জ এর হাওলামতে আমি মামলার তদন্তভার গ্রহণ করি। আমার প্রকাশ্য ও গোপন তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন দাখিল করলাম।

১। পিবিআই কর্তৃক মামলা গ্রহণের তারিখ :

৩০.০৩.২০২৬ খ্রিঃ

(শুধুমাত্র পিবিআই হেডঃ কোঃ কর্তৃক আইও নিয়োগ এর প্রস্তাব অনুমোদনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। কোন স্মারক নং উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।)

২। নালিশী দরখাস্তের সারাংশ :

(নালিশী দরখাস্তের সারাংশ এখানে লিখতে হবে। আরজি হুবহু লিখবে না। বাদীর বক্তব্যকে পরোক্ষ বাচ্যে লিখতে হবে। যেমন- বাদী অভিযোগ করেন যে, তার পিতা ভিকটিম মোঃ রাজিব হোসেন বাজার থেকে বাড়ী যাবার পথে ঘটনাস্থলে বিবাদীরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লাঠি দ্বারা মাথায় আঘাত করে। কোনভাবেই 'আমার পিতা' লিখা যাবে না।)

৩। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা :

(বিজ্ঞ আদালত থেকে প্রাপ্ত আদেশনামা পর্যালোচনা করে শুধুমাত্র সারাংশ লিখতে হবে অর্থাৎ আদালত কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে থাকে যেমন, 'তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদীর মানিত সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও ভিকটিম কে উদ্ধার এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে বিজ্ঞ আদালতে একটি অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন')।

৪। বাদীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর :

বাবু মন্ডল (৩৭), পিতা- হেলাল মন্ডল, সাং-রহমতপুর, থানা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডিঃ ১৫৬৪৮৬৬২৪২৫, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০০।

৫। বিবাদী/বিবাদীদের নাম :

(নালিশী দরখাস্তে বর্ণিত বিবাদী/বিবাদীদের শুধু নাম উল্লেখ করতে হবে)

৬। তদারকী কর্মকর্তা :

জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, বিপি নং- ৮০৯০০০০০০, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই কিশোরগঞ্জ জেলা অত্র মামলাটির তদন্ত তদারকী করেন।

৭। অভিযোগ পর্যালোচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

(নমুনা)

ক) ঘটনার তারিখ, স্থান ও সময়ে বাদী মোঃ বাবু মন্ডল ইসলামপুর মাদ্রাসার সামনে পৌছিলে বিবাদীগণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ওঁত পেতে থাকাবস্থায় বাদীর সামনে এসে পথরোধ করেছিল কিনা

খ) বিবাদীগণ বাদীর নিকট থেকে ৪,৭২,০০০/- (চার লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা বল প্রয়োগ ও মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছিল কিনা

গ) বিবাদীগণ বাদীকে জীবনে মেরে ফেলার ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদর্শন করেছিল কিনা

ঘ) বিবাদীগণ কর্তৃক মারপিটের ফলে গুরুতর আহত হয়ে বাদী কোন চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল কিনা

ঙ) বিবাদীগণ ঘটনাস্থল হতে চলে যাওয়ার সময় বাদীকে কোন ভয়ভীতি ও প্রাণে মেরে লাশ গুম করার হুমকি দিয়েছিল কিনা

চ) সকল বিবাদীগণ এই ঘটনায় জড়িত ছিল কিনা

(নালিশী দরখাস্ত পর্যালোচনা করে কি কি অভিযোগ এর সত্যতা যাচাই করতে হবে তা ক্রমিক নং অনুসারে লিখতে হবে।)

৮। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন এবং ছবি উত্তোলন :

(নমুনা)

আমি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে বাদীর দেখানো মতে গত ০৩/০৪/২০২৬ খ্রিঃ, সময় ১০.৩০ ঘটিকা হতে ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকনসহ সূচিপত্র তৈরী এবং ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করি। (ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাদী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে দাড়িয়ে একত্রে একটি ছবি উত্তোলন করবেন)

৯। ঘটনাস্থল, ঘটনার তারিখ ও সময়কাল :

(নমুনা)

মামলার ঘটনাস্থল কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন ডগাইর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রসুলপুর গ্রামের গোলাইডাঙ্গা বাজারস্থ জনৈক হাজী রমজান আলী, পিতা- মৃতঃ ওয়াজ উদ্দীন উদ্দীন এর ৩ তলা বিল্ডিং এর ২য় তলার পশ্চিম ফ্লাটে অবস্থিত নীড সিএস লিমিটেড এর কার্যালয়। যাহার চৌহদ্দী নিম্নরূপ- উত্তরে খেলার মাঠ, দক্ষিনে চলাচলের রাস্তা, পূর্বে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশের ঝার।

ঘটনার সময়কাল ২২/০৩/২০২৬ খ্রিঃ, রোজ মঙ্গলবার আনুমানিক সময় রাত আনুঃ ৮.৩০ ঘটিকা।

(ঘটনাস্থলের বর্ণনার সময় জেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড নম্বর ও চৌহদ্দী উল্লেখ করতে হবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যে সকল মামলায় উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উহার কারণ উল্লেখ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে মামলার আরজিতে উল্লিখিত ঘটনাস্থল ও সময়কালের সহিত বাস্তব পরিদর্শনে ভিন্নতা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আরজিতে উল্লিখিত তথ্যাদি প্রথমে উল্লেখ করে বাস্তবে যা পাওয়া গেলো তা পরবর্তীতে উল্লেখ করতে হবে)

১০। বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ :

(নমুনা)

পিটিশন মামলার বাদী মোঃ বাবু মন্ডল (৩৭) কে ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তার দাখিলকৃত অভিযোগের ন্যায় একই বক্তব্য প্রদান করেন বিধায় তার মৌখিক জবানবন্দী সিআরপিসি ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করলাম না। (তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বাদ গেলে বা বাদী পরবর্তীতে জানালে তাহা রেকর্ড করতে হবে)

১১। সাক্ষীদের নাম (বয়স), পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর :

পিটিশন মামলার ঘটনা সংক্রান্তে বাদীর মানীত মোট ০৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ০২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাকী দুইজন সাক্ষীর মধ্যে ০১ জন ইতোমধ্যে মারা যাওয়ায় এবং আরেকজন বর্তমানে সৌদিআরবে অবস্থান করায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এছাড়া নিরপেক্ষ ০২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ :

(১) মোঃ কামাল হোসেন (৪০), পিতা-জসিম উদ্দিন, সাং-জয়পুর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৬৭৮, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০।

(২) মোঃ জামাল (৩৪), পিতা-মোবারক হোসেন, সাং-জয়পুর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৬৭৮, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০০।

(৩) মোঃ রফিকুল ইসলাম (৩৮), পিতা-মিজানুর রহমান, সাং-জয়পুর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৬৭৮, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০ ।

(৪) মোঃ মিজানুর রহমান (২৯), পিতা- আব্দুর রহমান, সাং-জয়পুর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডি ঃ ১২৩৪৫৬৭৮, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০ ।

(অর্থাৎ বাদীর মানিত সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হলে তাহার কারণ উল্লেখ করতে হবে)।

১২। জব্দকৃত আলামত এর বিবরণ :

(ঘটনা সংক্রান্তে কোন আলামত থাকলে তা জব্দ পূর্বক উহার বিবরণ লিখতে হবে। আলামত কবে, কোন সংস্থা, কোথা হতে, কিভাবে, কার নিকট হতে জব্দ করা হয়েছে তার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। কিছু জেলাতে অনেক আদালতে সিআর মামলার আলামত রাখার ব্যবস্থা নাই। এক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে জব্দকৃত আলামত সমূহ বাদীর জিম্মায় দিয়ে বাদীর নিকট হতে মুচলেকা নিতে হবে। আর যদি কোন আলামত না থাকে তাহলে 'মামলা সংক্রান্তে আলামত জব্দের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন আলামত না পাওয়ায় জব্দ করা সম্ভব হলনা। এমনকি মামলার বাদী অত্র মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত উপস্থাপন করতে পারে নাই' মর্মে লিখতে হবে।)

১৩। বিশেষজ্ঞের মতামত :

(মামলা সংক্রান্তে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত (M/C, PM Report/DNA Report/Finger Print Expert opinion/Foot Print Expert opinion/ Chemical Report/Ballestic Report/Mobile Forensic Report/Computer Forensic Report/Viscera Report/Fake Note/Hand Writing Expert Opinion/etc) যদি থাকে তা পর্যালোচনা পূর্বক উক্ত সার্টিফিকেট অনুসারে হুবহু লিখতে হবে।)

যেমন- গত ০২/০৪/২০২৬ ইং তারিখ ভিকটিম রাসেল শেখ (২৫) এর জখমের ডাক্তারী সনদপত্র প্রাপ্ত হয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Dr. Syed Mohamad Ittehad Ali, Assistant Surgeon, Dimukha Union Sub center, Etna PS, Kishoregonj District মতামত দিয়েছেন যে, A Sharp cutting mark 3 inch long & 1 inch deep on the left site of the back. Nature of weapon: Blunt. Comment: injury : simple in nature অর্থাৎ ইহা একটি সাধারণ জখম। এমনকি মামলা সংক্রান্তে যদি কোন বিশেষজ্ঞের মতামত না থাকে তাহলেও 'অত্র মামলা সংক্রান্তে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া যায় নাই বা সংশ্লিষ্ট না থাকায় মতামত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই' লিখতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার ক্ষেত্রে ধর্ষণের পরীক্ষার তারিখ উল্লেখ করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রেই পিবিআই কর্তৃক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

(নমুনা)

এই পিটিশন মামলার বাদী মোঃ বাবু মন্ডল এর অভিযোগে বিবাদীগণ কর্তৃক কিল, ঘুষি, লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নিলা ফুলা জখম করার কথা উল্লেখ থাকলেও অত্র মামলার বাদী চিকিৎসার জন্য কোন হাসপাতালে ভর্তি হন নি বা স্থানীয়ভাবে কোথাও চিকিৎসা গ্রহণ করেননি মর্মে বাদী ও সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, তাই অত্র পিটিশন মামলায় কোন চিকিৎসা সনদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

(মামলা সংক্রান্তে যদি একাধিক ভিকটিম ও বিবাদী জড়িত থাকে তাহলে তা ছক আকারে পিবিআই কর্তৃক তদন্ত কলামে (১৫ নং কলামে) পর্যালোচনা হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন/ডাক্তারী সনদ কবে তদন্তকারী কর্মকর্তা হাতে পেয়েছেন উক্ত তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।)

১৪। দালিলিক সাক্ষ্যের বিবরণ :

মামলা সংক্রান্তে যদি কোন ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ব্যাংক চেক/সিডিআর/সিডিএমএস রেকর্ড/ডিড/লীজ দলিল/ সার্টিফিকেট/আপোষনামা/শালিশনামা/জিডি/নিকাহনামা/কাবিননামা/তালাকনামা/হিন্দু বিবাহ রেজিষ্টেশন/ সুরতহাল রিপোর্ট/অন্যান্য মামলার কপি বা রায় ইত্যাদি থাকে তা বিশ্লেষণ পূর্বক বিবরন'সহ লিখতে হবে। এমনকি যদি কোন দালিলিক সাক্ষ্য নাও থাকে তাহলে 'এই মামলা সংক্রান্তে কোন দালিলিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি' মর্মে লিখতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ২২ ধারায় কোন বক্তব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।

(নমুনা)

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক অফিস স্মারক নং-৫৬৭, তারিখ-১২/২/২০২৬ ইং মোতাবেক প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২ নং বিবাদী মোঃ জামাল (৩৪), পিতা- মোবারক হোসেন, সাং- জয়পুর, থানা- ভৈরব, জেলা- কিশোরগঞ্জ মামলার ঘটনার তারিখ ও সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। (দালিলিক সাক্ষ্যের বিষয়টি মামলার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা পিবিআই কর্তৃক তদন্ত কলামে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে)

১৫। পিবিআই কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্ত :

(এই কলামে তদন্তকালে গৃহীত সকল পদক্ষেপ যেমন- অভিযোগ পর্যালোচনান্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন হতে শুরু করে আলামত জব্দ, বিশেষজ্ঞের মতামত, দালিলিক সাক্ষ্য, বাদীর মানীত ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বক্তব্যসহ সকল বিষয় উল্লেখ করে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে এবং সে আলোকে প্রমাণিত ও অপ্রমাণিত অপরাধের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে ঘটনা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়সমূহ এই কলামে আসবে। বিবাদীগণ কুখ্যাত হলে তাদের পিসিপিআর যোগ করতে হবে। সাইবার, মাদক মামলার ক্ষেত্রে এনালাইটিকাল চার্ট বিশেষ করে লিংক চার্ট, পণ্য প্রবাহ চিত্র ও অর্থ প্রবাহ চিত্র (মানি ফ্লোচার্ট) তৈরী করে পর্যালোচনা করতে হবে। পুরো তদন্ত প্রতিবেদনটি কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন প্যারা অনুযায়ী লিখতে হবে।)

(নমুনা)

আমি অত্র পিটিশন মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সংগীয় ফোর্সসহ গত ইং ২৪/০২/২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় অত্র মামলার ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া বাদীর দেখানো মতে অত্র মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র আলাদা আলাদা কাগজে অংকন করি। আলামত জব্দের চেষ্টা করি কিন্তু জব্দ করার মত কোন আলামত না পাওয়ায় এমনকি বাদী আমার সামনে কোন আলামত উপস্থাপন করতে না পারায় আলামত জব্দ করা সম্ভব হয়নি। বাদীর মানিত ০৪ জন এবং নিরপেক্ষ ০৩ জন সাক্ষীসহ ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন এমন ০৭ জন সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের মৌখিক জবানবন্দী সিআরপিসি ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করি। সিআরপিসি ১৭০ ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের মুচলেকা গ্রহণ করি। তদন্তকালে বাদী তার মানিত ৪,৫,৭,৮ এবং ৯ নং সাক্ষীদের কে হাজির করতে পারেনি। তাছাড়া আমিও সাক্ষীদের খোঁজাখুজি করিয়া পাই নাই বিধায় তাদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই। পিটিশন মামলাটি তদন্তকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই কিশোরগঞ্জ তদন্ত তদারকী করেন।

মামলার সার্বিক তদন্তকালে ও সাক্ষ্য প্রমানে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় জানা যায় যে, ঘটনার দিন গত ইং ২২/০৩/২০২৬ বেলা অনুঃ ১১.০০ ঘটিকার সময় পূর্ব শত্রুতার জের ধরিয়া ২ নং সাক্ষী লতিফ তার ভাতিজা ভিকটিম রাজিবকে নিয়ে বিবাদী লাল মিয়ার বাড়ীর পূর্ব পাশের লাল মিয়ার ভোগ দখলীয় পুকুরে মাছ মারতে যায়। তখন বিবাদী লাল মিয়া,সবুজ, শুকুরজান তাদেরকে মাছ মারতে বাধা দেয়। পুকুরে মাছ মারার বিষয়টি নিয়ে বিবাদী লাল মিয়ার সাথে সাক্ষী লতিফ এবং ভিকটিম রাজিব এর তর্ক বিতর্ক হয় এবং তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে ১ নং বিবাদী লাল মিয়া তাহার হাতে থাকা বাশেঁর লাঠি দিয়া ১ নং সাক্ষী রাজিব এর মাথা লক্ষ্য করিয়া বারি মারিলে রাজিব উহা ডান হাত দ্বারা ফিরাইলে উক্ত বারি তার (ভিকটিম) এর ডান হাতে লাগিয়া রক্তাক্ত জখম হয়। ২ নং আসামী সবুজ রাজিবকে বাঁশের লাঠি দিয়ে বারি মারিলে উক্ত বারি তাহার বাম হাতের বাহুতে লাগিয়া ফুলা জখম হয়। ভিকটিমের চাচা লতিফ ঘটনাস্থলে আগাইয়া আসিলে ১ নং বিবাদী লাল মিয়া তাহার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে লতিফের পিঠের ডান পাশে আঘাত করে জখম করে। ২ ও ৩ নং বিবাদী সবুজ ও শুকুরজান মারামারির এক পর্যায়ে লতিফের পুরুষাঙ্গে চাপ দিয়ে ধরে। পরবর্তীতে লতিফ তাদের ধাক্কা দিয়ে দূরে সরে আসিয়া রাজিবকে অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া থাকতে দেখে ভিকটিমের চাচা লতিফের ডাক চিৎকারে সাক্ষী বিলকিস, হাছিনা, শাহজাহান এবং আশে পাশের লোকজন আগাইয়া আসিলে বিবাদী লাল মিয়া, সবুজ ও শুকুরজান ভিকটিম ও সাক্ষীদেরকে খুন করার হুমকি দিয়া চলিয়া যায়। ভিকটিম রাজিবের শারিরীক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তার চাচা লতিফ, চাচাত ভাই সজিব এবং ভিকটিমের মা বিলকিস তাকে সিএনজি যোগে ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কিশোরগঞ্জে জরুরী বিভাগে ভর্তি হয়ে ৩ দিন চিকিৎসাধীন ছিল বলিয়া তদন্তে জানা যায়।

গত ০২/০৪/২০২৬ ইং তারিখ মামলার ভিকটিম রাসেল শেখ (২৫) এর জখমের ডাক্তারী সনদপত্র প্রাপ্ত হয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Dr. Syed Mohamad Ittehad Ali, Assistant Surgeon, Dimukha Union Sub center, Saturia, Manikganj মতামত দিয়েছেন যে, A Sharp cutting mark 3 inch long & 1 inch deep on the left site of the back. Nature of Weapon: Blunt. Comment: injury: simple in nature অর্থাৎ ইহা একটি সাধারণ জখম। পরবর্তীতে রেফার্ডের ভিত্তিতে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপতালে জরুরী বিভাগে বাম হাত প্লাস্টার করিয়ে ভিকটিম রাজিবের বাবা তাকে (ভিকটিম) কে বাড়িতে নিয়ে আসে।

মেডিকেল সার্টিফিকেট/ডাক্তারী সনদ পর্যালোচনায় মামলা সংক্রান্তে যদি একাধিক ভিকটিম এবং একাধিক বিশেষজ্ঞের মতামত থাকে তাহাও পর্যালোচনা পূর্বক ছক মোতাবেক উল্লেখ করতে হবে।

(নমুনা)

ভিকটিমের নাম	আঘাতের স্থান	আঘাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের বর্ণনা	অস্ত্রের ধরন	আঘাতের প্রকৃতি	অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির নাম	আইনের ধারা
লতিফ	পিঠের বাম পাশে	Grievous hurt by sharp cutting weapon	Sharp cutting	Grievous	রজব আলী	৩২৬ পেনাল কোড
রাজিব	মাথায়	Grievous hurt by blunt weapon	Blunt	Grievous	শুকুরজান	৩২৫ পেনাল কোড ৩০৭ পেনাল কোড
	বাম পায়ে	simple hurt by sharp cutting weapon	Sharp cutting	Simple	লাল মিয়া	৩২৪ পেনাল কোড
আইনুল হক	পায়ে	Bruises by lethal weapon	Blunt	Simple	সবুজ	৩২৩ পেনাল কোড

মামলাটির সার্বিক তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণে এবং ১, ২ ও ৩ নং ভিকটিম ও সাক্ষী রাজিব, লতিফ ও আইনুল হকের ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় মামলার ১ নং বিবাদী লাল মিয়া তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে ১ নং সাক্ষী ভিকটিম রাজিবের বাম পায়ে কোপ দিয়ে সাধারণ কাটা জখম করে বিধায় ১ নং বিবাদী লাল মিয়ার বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৪ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

২ নং বিবাদী সবুজ তার হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে ১ নং সাক্ষী ভিকটিম রাজিবকে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত গুরুতর জখম করে এবং ৪ নং সাক্ষী ভিকটিম আইনুল হকের পায়ে আঘাত করে সাধারণ জখম করে বিধায় ২ নং বিবাদী সবুজের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৩/৩২৫/৩০৭ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

৩ নং বিবাদী রজব আলী তার হাতে থাকা দা দিয়ে ২ নং সাক্ষী ভিকটিম লতিফকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিঠের বাম পাশে কোপ দিয়ে গুরুতর আঘাত করে বিধায় ৩ নং বিবাদী লতিফের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৬/৩০৭ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

বিবাদী লাল মিয়া, সবুজ এবং রজব আলী ঘটনাস্থল থেকে যাওয়ার সময় ভিকটিমদের এবং বাদীর মানিত সাক্ষীদের কে বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি ও প্রাণ নাশের হুমকি প্রদর্শন করে বিধায় উপরোক্ত ৩ জন বিবাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৫০৬ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

৩ নং বিবাদী রজব আলী বাম হাত দ্বারা ৩ নং সাক্ষী বিলকিসের চুলের মুঠি ও কাপড় চোপড় ধরে টানা হেচড়া পূর্বক বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উল্লেখ থাকলেও তদন্তকালে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় ৪ নং বিবাদী রজব আলীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩৫৪ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

মামলার ঘটনাটি বিবাদীদের ভোগ দখলীয় পুকুরে ঘটেছে বিধায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের যে অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে তার সত্যতা না পাওয়ায় কোন বিবাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪৪৭ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

মামলারঘটনায় ১, ২ ও ৩ নং বিবাদী ব্যতীত অন্য কোন বিবাদীর সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় পেনাল কোডের ১৪৩ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

১৬। অনুসন্ধান/তদন্তে প্রাপ্ত অভিযুক্ত বিবাদী/বিবাদীদের নাম, পিতা/মাতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বর :

ক) এজাহার নামীয় :

ক্র নং	বিবাদীর নাম, ঠিকানা, এনআইডি ও মেবাইল নম্বর	মন্তব্য
১.	মোঃ লাল মিয়া, পিতা-জসিম উদ্দিন, মাতা- জাহানারা, সাং- জয়পুর, থানা-ভৈরব, জেলা-কিশোরগঞ্জ, এনআইডিঃ ২৩৫৪৬৭৮৯২০১, মোবাঃ ০১৭০০০০০০০০	

খ) অনুসন্ধান/তদন্তে প্রাপ্ত এজাহার বহির্ভূত :

১৭। অনুসন্ধান/তদন্তে অব্যাহতি প্রাপ্ত বিবাদী/বিবাদীদের নাম :

১৮। মতামত :

(নমুনা)

বাদীর আনীত অভিযোগ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র ও ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করা হয়েছে। অত্র মামলা সংক্রান্তে আলামত জব্দ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের মতামত ও দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাদীর মানীত ০২ (দুই) জন ও নিরপেক্ষ ০২(দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। মামলাটির সার্বিক অনুসন্ধানে/তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে, আলামতসমূহ ও বিশেষজ্ঞের মতামত এবং দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনায় ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হ'ল।

ক) মামলার ১ নং বিবাদী লাল মিয়ার বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৪/৫০৬ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

খ) মামলার ২ নং বিবাদী সবুজের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৫০৬ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

গ) মামলার ৩ নং বিবাদী লতিফের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩২৬/৩০৭/৫০৬ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়।

ঘ) মামলার ৪ নং বিবাদী রজব আলীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩৫৪ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

ঙ) মামলার বিবাদীদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১৪৩/৪৪৭ ধারার অপরাধের সত্যতা পাওয়া যায়নি।

(মতামতের শুরুতেই গৃহীত সকল পদক্ষেপ সমূহ খুবই সংক্ষেপে লিখে অতঃপর যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এর সত্যতা পাওয়া গেছে তা প্রথম দিকে ধারা সহ উল্লেখ করতে হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এর সত্যতা পাওয়া যায়নি তা পরের দিকে উল্লেখ করতে হবে। কিছু কিছু সিআর মামলার ক্ষেত্রে আদালত শুধুমাত্র ঘটনার কারণ বা নির্দিষ্ট একটি বিষয় জানতে চায় সেক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ হতে পারে অথবা মতামত দেয়া গেল না উল্লেখ করতে হবে। এমনকি উচ্চ আদালতে আলোচ্য মামলার বিষয়ে কোন বিচারকাজ চলমান থাকলে মতামত কলামে তাহা উল্লেখ করে দিতে হবে)

অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হ'ল।

সংযুক্তি :

১। বিজ্ঞ আদালতের আদেশনামা।
২। অভিযোগের মূল কপি।
৩। খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র ও সূচীপত্রের ব্যাখ্যা।
৪। সাক্ষীদের ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে বিবৃতি।
৫। সাক্ষীদের নিকট হতে গৃহীত মুচলেকা।
৬। ঘটনাস্থলের ছবি। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৭। আলামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৮। বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৯। দালিলিক সাক্ষ্যে সমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১০। লিংক চার্ট। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১১। রিকল সংক্রান্তে আদালতের আদেশনামা।
১২। চেক লিস্ট।
১৩। অন্যান্য। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

দাখিলকারী

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
বিপি-০০০০০০০০০০
এসআই (নিঃ)
পিবিআই কিশোরগঞ্জ জেলা।
মোবাইল- ০১০০০০০০০০০

সর্বমোট ০০ পাতা।